দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... APR. 25 1999 ...
পৃঃ 7 কলাম ৮

112

সূর্যসেন হলে সন্ত্রাসী ক্যাডাররা ছাত্রলীগ নেতা সেলিমকে কোপাইয়াছে ॥ ৭ জন বহিষ্কৃত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে গতকাল (শনিবার) বিকালে একদল সন্ত্রাসীর ক্যাডারের উপর্যুপরি সশস্ত্র হামলায় ছাত্রলীগ নেতা সেলিম হোসেন মুন্সি গুরুতর আহত হইয়াছেন। মুমূর্ষু অবস্থায় সেলিমকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। ক্যাম্পাসে সাম্প্রতিককালের এই সহিংস রক্তক্ষয়ী ঘটনায় দায়ী ৭ জন সন্ত্রাসী ছাত্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সাম্প্রতিককালে তাৎক্ষণিক বহিষ্কারের এই নজির প্রথম। প্রোভিসি ডঃ এম শাহাদত আলীকে আহ্বায়ক করিয়া তিন সদস্যের একটি উচ্চতর তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে তাহাদের

(২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

সূর্যসেন হলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার করা হইবে। তদন্ত কমিটির অপর দুই সদস্য হইলেন ঃ সদস্য সচিব প্রক্টর ডঃ নূরউননবী এবং সদস্য সূর্যসেন হল প্রভোষ্ট ডঃ আ ফ ম ইউসুফ হায়দার। বহিষ্কৃত ছাত্ররা হইল ঃ সূর্যসেন হলের ছাত্র জাকির হোসেন (অর্থনীতি বিভাগ) ও মেহেদী হাসান (ব্যবস্থাপনা বিভাগ) এবং জহুরুল হক হল হইতে বিতাড়িত ঐ হলের ছাত্র শহিদুল ইসলাম (ইসলামী শিক্ষা), জামাল উদ্দিন (সমাজ বিজ্ঞান), খিজির হায়াত টিপু (সমাজ বিজ্ঞান), খোকন (ইসলামী শিক্ষা) এবং মুহসীন হল হইতে বিতাড়িত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র নুমান। আহত সেলিম ফিন্যান্স এন্ড মার্কেটিং বিভাগের এমফিলের ছাত্র। তাহার বাড়ী ফরিদপুরের বোয়ালমারী। সূর্যসেন হলের প্রভোষ্ট বাদী হইয়া উল্লেখিত ৭ ক্যাডারের নামে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করিয়াছেন।

সেলিমের উপর সন্ত্রাসী ক্যাডারদের হামলার পর হলের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা হল প্রভোষ্ট বাংলো এবং ভিসির বাসভবন আক্রমণ করে। ভিসি ডঃ একে আজাদ চৌধুরী, প্রোভিসি ডঃ এম শাহাদত আলী, প্রক্টর ডঃ নূরউননবী এবং পুলিশের কর্মকর্তাগণ ঘটনার অব্যবহিত পরেই সূর্যসেন হলের ৪৬৮ নম্বর কক্ষ পরিদর্শন করেন। তখনও এই কক্ষে রক্তের স্রোতধারা বহিতেছিল। ভিসি হাসপাতালেও সেলিমকে দেখিতে যান এবং তাহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

গতকাল বিকাল পৌনে ৪টায় ছাত্রলীগের বাবুল তালুকদার রতন-তমি গ্রুপের সন্ত্রাসী ক্যাডার ৪৬৮ নম্বর কক্ষে ঘুমন্ত অবস্থায় সেলিমের উপর হামলা চালায়। হলের ছাত্ররা জানায়, উল্লেখিত বহিষ্কৃত সন্ত্রাসী জাকিরকে গত শুক্রবার রাত দেড়টায় সেলিমের নেতৃত্বে হলের কিছুসংখ্যক ছাত্র মারধর করে। কারণ ক্যাম্পাস এলাকায় ঐ সন্ত্রাসী ক্যাডার গ্রুপের কয়েকজন প্রায়শঃ ছিনতাই, চুরি, ডাইনিং ক্যান্টিনে 'ফাউ' খাওয়া, হলের কক্ষ জবর-দখল, নিরীহ ছাত্রদের মারধর করার ঘটনায় জড়িত। জাকির গত ঈদের ছুটিতে সূর্যসেন হলে থাকিয়া কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর করিয়া লুটপাট করে।

গত শুক্রবার রাতে সে মাতাল অবস্থায় হলে প্রবেশ করিলে ছাত্ররা তাহাকে মারধর করিয়া বাহির করিয়া দেয়। ছাত্রলীগের সূর্যসেন হল শাখার এক নেতা জাকিরকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আবার ঐ রাতেই হলে আনিয়া আশ্রয় দেন। ইতিমধ্যে জাকির তাহার অপর সঙ্গীদের সহিত সলাপরামর্শ করিয়া তাহার উপর হামলার প্রতিশোধ লইতে সেলিমের উপর আক্রমণ চালায়। সেলিমের সমস্ত শরীরে চাপাতির আঘাতে ২০/২২টি ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেলিমের উপর হামলার সময় তাহার চিৎকারে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনসহ নেতৃবৃন্দ সেখানে হাজির হন। এই সময় আক্রমণকারী ক্যাডাররা হল ত্যাগ করে। হল গেটে পুলিশ থাকিলেও তাহারা কেবল দর্শকের ভূমিকা পালন করে। গুরুতর আহত সেলিমকে দেলোয়ারসহ ছাত্ররা ধরাধরি করিয়া ৪তলা হইতে নীচে নামাইয়া রিকশাযোগে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে উক্ত ক্যাডাররা কলাভবনের সম্মুখে আবার তাহার রিকশার গতিরোধ করে। এখানেও চাপাতি দিয়া তাহারা আহত সেলিমকে আবার কোপাইতে থাকে। পরে এই স্থানে ডিউটিরত পুলিশ কর্মকর্তা শফিক সন্ত্রাসী জাকির ও শহিদুলকে ধাওয়া করে। ইতিমধ্যে এই দলের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবীতে মিছিল বাহির করে। মিছিল হইতে তাহারা হল প্রভোষ্টের বাসায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং ভিসির বাসভবনের গেটে লাথি মারে।

জানা যায়, এই বহিরাগত ক্যাডাররা হলের ৫৩টি কক্ষ জোরপূর্বক দখল করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণ ছাত্রদের এই কক্ষগুলি হইতে তাহারা বাহির করিয়া দিয়াছে। ভিসি আজাদ চৌধুরী গতকাল বলিয়াছেন, কোন নৈরাজ্য-সন্ত্রাস বরদাস্ত করা হইবে না। সন্ত্রাসীদের ক্ষমা নাই।